أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/د)

www.motaher21.net

وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

নেতা নির্বাচনের মাফকাঠি হতে পারে জ্ঞান ও দৈহিক গঠন।

Has gifted him with knowledge and stature.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৪৭

وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهٗ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ؕ وَ اللّٰهُ يُؤْتِیْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

তাদের নবী তাদেরকে বললোঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। একথা শুনে তারা বললোঃ “সে কেমন করে আমাদের ওপর বাদশাহ হবার অধিকার লাভ করলো? তার তুলনায় বাদশাহী লাভের অধিকার আমাদের অনেক বেশী। সে তো কোন বড় সম্পদশালী লোকও নয়।” নবী জবাব দিলঃ “আল্লাহ্ তোমাদের মোকাবিলায় তাকেই নবী মনোনীত করেছেন এবং তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক উভয় ধরনের যোগ্যতা ব্যাপকহারে দান করেছেন। আর আল্লাহ তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছা দান করার ইখতিয়ার রাখেন। আল্লাহ অত্যন্ত ব্যাপকতার অধিকারী এবং সবকিছুই তাঁর জ্ঞান-সীমার মধ্যে রয়েছে।”

২৪৭ নং আয়াতের তাফসীর:

নেতা নির্বাচনের মাফকাঠি হতে পারে জ্ঞান ও দৈহিক গঠন

যখন বানী ইসরাঈলরা তাদের নবীকে তাদের একজন বাদশাহ নিযুক্ত করতে বললো তখন নবী (আঃ) মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে তালূতকে তাদের সামনে বাদশাহ রূপে পেশ করলেন। তিনি বাদশাহী বংশের ছিলেন না, বরং একজন সৈনিক ছিলেন। ইয়াহূদার সন্তানরা রাজ বংশের লোক এবং তালূত এদের মধ্যে ছিলো না। তাই জনগণ প্রতিবাদ করে বললো যে, তালূত অপেক্ষা তারাই রাজত্বের দাবীদার বেশি। দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি দরিদ্র ব্যক্তি। তাঁর কোন ধন-সম্পদ নেই। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি ভিস্তী ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তিনি চর্ম সংস্কারণ ছিলেন। সুতরাং নবীর আদেশের সামনে তাদের এই প্রতিবাদ ছিলো প্রথম বিরোধিতা। নবী (আঃ) উত্তর দিলেনঃ ‘ এই নির্বাচন আমাদের পক্ষ হতে হয়নি যে, আমি পনর্বিবেচনা করবো। বরং এটাতো স্বয়ং মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ। সুতরাং এই নির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া এটাতো প্রকাশমান যে, তিনি তোমাদের মধ্যে একজন বড় ‘আলিম, তার দেহ সুঠাম, সবল, তিনি একজন বীর পুরুষ এবং যুদ্ধ বিদ্যায় তার পারদর্শিতা রয়েছে।’ এর দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হচ্ছে যে, বাদশাহর মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন।

এরপরে বলা হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন মহাবিজ্ঞ এবং সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিকর্তা। সুতরাং তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব প্রদান করে থাকেন। তিনি হচ্ছেন সর্বজ্ঞাতা এবং মহাবিজ্ঞানময়। কার এই ক্ষমতা রয়েছে যে, তাঁর কাজের ব্যপারে প্রশ্ন উত্থাপন করবে? একমাত্র মহান আল্লাহ্‌ ছাড়া সবার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি ব্যাপক দান ও অনুগ্রহের অধিকারী। তিনি যাকে চান নিজের নি ‘য়ামত দ্বারা নির্দিষ্ট করে থাকেন, তিনি মহাজ্ঞানী। সুতরাং কে কোন জিনিসের যোগ্য এবং কোন জিনিসের অযোগ্য এটা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন।

বাইবেলে তাকে ‘শৌল’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বনী ইয়ামীন গোত্রের একজন ত্রিশ বছরের যুবক। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে তার চেয়ে সুন্দর ও সুশ্রী পুরুষ দ্বিতীয় জন ছিল না। তিনি এমনি সুঠাম ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী ছিলেন যে, লোকদের মাথা বড়জোর তার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতো। নিজের বাপের হারানো গাধা খুঁজতে বের হয়েছিলেন। পথে সামুয়েল নবীর অবস্থান স্থলের কাছে পৌঁছলে আল্লাহ তাঁর নবীকে ইংগীত করে জানালেন, এই ব্যক্তিকে আমি বনী ইসরাঈলদের বাদশাহ হিসেব মনোনীত করেছি। কাজেই সামুয়েল নবী তাকে নিজের গৃহে ডেকে আনলেন। তেলের কুপি নিয়ে তার মাথায় ঢেলে দিলেন এবং তাকে চুমো খেয়ে বললেনঃ “খোদা তোমাকে ‘মসহ’ করেছেন, যাতে তুমি তার উত্তরাধিকারের অগ্রনায়ক হতে পারো।” অতঃপর তিনি বনী ইসরাঈলদের সাধারণ সভা ডেকে তার বাদশাহ হবার কথা ঘোষণা করে দিলেন।” (১-সামুয়েল ৯ ও ১০ অধ্যায়)। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশক্রমে ‘মসহ’ করে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। এর আগে হযরত হারুনকে পুরোহিত শ্রেষ্ট (Chief Priest) হিসেবে ‘মসহ’ করা হয়েছিল। এরপর মসহকৃত তৃতীয় ব্যক্তি হলেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং চতুর্থ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। কিন্তু তালুতকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছিল বলে কুরআনে বা হাদীসে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। নিছক বাদশাহী করার জন্য মনোনীত করা একথা মেনে নেয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যে, তিনি নবীও ছিলেন।